চিরকূট - ২৪

গত কয়েকদিন যাবৎ মানসিক ভাবে সুস্থির হতে পারছি না। কারন একটা নয় - অনেক। সবচেয়ে বড় কারন হচ্ছে ঢাকার নারকীয় বোমাবাজী। অনেক চিন্তা মাথায় - কে করল - কেন করল ইত্যাদি ইত্যাদি। পরিস্থিতি দেখে শুনে মনে হচ্ছে এবারও অন্যান্য বোমা হামলার মতো একটা রাজনৈতিক পরিনতি হবে। যেমন উদীচী, রমনা আর ময়মনসিংহের হয়েছে। তাহলে কি কেহ দায়অ হবে না এতো বড় একটা ঘটনার। অবশ্যই। আপাতত সকল দায়-দায়িত্ব বর্তায় বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার এবং সমর্থক জোটের উপর। কারন ঃ

১) এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই শেখ হাসিনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা যতটা পারে দুর্বল করেছে। প্রধানমন্ত্রী নিজে বিরোধী দলের নেতার নিরাপত্তার হুমকী নিয়ে রসিকতা করে যে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে তার জন্যে এ হামলার দায়িত্ব তাকে পরোক্ষ ভাবে নিতে হবে। একদিকে প্রধানমন্ত্রী নিজে সেনানিবাসের সুরক্ষিত আবাসে বসবাস করে গনতন্ত্রের আরেক ভিত্তি বিরোধীদলকে নিরাপত্তাহীন করে যে অপরাধ করেছে তার জন্যে অবশ্যই তাদের দায়িত্ব নিতে হবে।

২) একটা সরকার যখন ক্ষমতায় থাকে কখন সমস্ত নাগরিকের নিরাপত্তার দায়দায়িত্ব তাদের। রাজধানীর প্রানকেন্দ্রে প্রকাশ্য দিবালোকে গ্রেনেড হামলা হলে তার জন্যে সরকার যদি দায় দায়িত্ব নিতে অপারধ হয় তবে সে সরকারের ক্ষমতায় থাকার নৈতিকতা থাকে না।

৩) যেহেতু সরকার তার সাংবিধিনিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে তাই - যতদিন পর্যন্ত সরকার প্রকৃত অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে ব্যর্থ হবে ততদিন সমস্ত দায় দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে।

এর মধ্যে খবরে (দৈনিক ভোরের কাগজ ৩১শে আগষ্ট ২০০৪) দেখলাম জামাতের নেতা ও মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী বোমা হামলার জন্যে আওয়ামীলীগকে দোষারোপ করেছেন। দীর্ঘ তিন দশক ধরে এরা বাংলাদেশে রাজনীতি করছে শুধু মাত্র মিথ্যা আর প্রতারনার মাধ্যমে। পাঠক যদিও এরা ইসলামের কথা বলে কিন্তু এরা কি ইসলামের মুল আদর্শের তোয়াক্কার করে ? পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে - " তোমরা সত্যকে মিথ্যার সংগে মিশ্রিত করো না । এবং জেনেশুনে সত্য গোপন করো না" (২ঃ৪২) অথবা "যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না ...(১৭ঃ৩৬)। যেখানে সমস্ত গোয়েন্দারা হিমসিম খাচ্ছে এ হামলার একটা ক্লু জানার জন্যে সেখানে তিনি এ কথা বললেন - হয় তিনি জানেন এবং গোপন রাখছেন সত্যটাকে যে আওয়ামীলীগ এ কাজ করেছে অথবা তিনি জেনেশুনে মিথ্যা কথা বলছেন বা অনুমান নির্ভর হয়ে এক বক্তব্য দিয়েছেন। সব গুলোই কোরানের আলোকে নিষিদ্ধ। সুতরাং যারা নিজামী এবং তারদল জামাতের কর্মকান্ডকে মুসলমানদের কাজ বলে মনে করেন তারা নিশ্চয় এ বিষয়টা নিয়ে ভাববেন। প্রকৃতপক্ষে জামাতে ইসলামী বাংলাদেশের দেউলিয়া রাজনীতির আরো দশটা দলের মতো একটা দল যারা ধর্মকে পুঁজি করে সাধারন মানুষের সরলতাকে কাজে লাগিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে কুয়াশা কিন্তু ক্ষনস্থায়ী।

(২)

ঘটনা ঘটেছে প্রায় দুই সপ্তাহ হতে চললো। অনেক ধরনের মানুষের মতামত আর প্রতিক্রিয়া দেখলাম। অবাক হলাম আতেঁলদের নিরবতা দেখে। এক অদ্ভুদ মানুষ বলছেন সকল মাদ্রাসা বন্ধ করে দিতে হবে। লেখক কিভাবে নিশ্চিত হলেন মাদ্রাসায় পড়ে এসে লোকজন এ বোমাবাজী করছে? আর একজন ম্যানেজার/সম্পাদক বাংলাদেশে এতো বড় একটা ঘটনা ঘটে যাবার পর চিন্তিত ভারতে জার্মান গাড়ী নিয়ে। কিন্তু যখনই তিনি পেলেন প্রথম আলোর ই-মেইল রিপোর্ট - তাৎক্ষনিক ভাবে পোষ্ট করলেন। মনে হচ্ছে - যদি এ ঘটনার সাথে কোন ইসলাম পন্থী দল জড়িত থাকে - সম্পাদক আর তার তবলচীরাই বেশী খুশী হবেন। আর অন্যদিকে মুক্তমনাদের প্রধান বলে দিয়েছেন এর মধ্যে রাজনীতি আছে - মুক্তমনারা এর মধ্যে যাবেন না।তারা এ ঘটনা আর জয়নাল হাজারীর কর্মকান্ডকে এক ভাবে দেখেন। তাই মৃত্যু মুখ থেকে ফিরে আসা বিরোধী দলীয় নেত্রীকে জ্ঞান দান করে চিঠি লিখার মতো একটা নির্মম কাজ তাদেরই মানায় যারা

প্রকৃত বিপদ বুঝতে অক্ষম। একটা দেশে গনতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি যদি আঘাত আসে - তবে মানবাধিকার কিভাবে রক্ষিত হবে সেটা অধমের বোধগম্য নয়।

(৩)

ডঃ হুমায়ুন আজাদের জানাজা ও দাফন হয়ে গেল তার নিজ গ্রাম রাঢ়ীখাল গ্রামে। একজন মানুষের এটাই শেষ তার বস্তু জীবনের। হুমায়ুন আজাদ এবার বেঁচে থাকবেন তার কর্মে এবং মানুষের মনে। একটা প্রশ্ন কোন ভাবেই সমাধান করতে পারছিনা। হুমায়ুন আজাদ তো ধর্ম বিশ্বাস করতেন না- তা হলে তার মৃত্য দেহকে একটা ধর্মের বিধানমতে শেষকৃত করানোর জন্যে তার ভক্তরা এ ব্যস্ত হলেন কেন? জীবিত থাকলে তিনি যাদের তার কখনও তার কোন অনুষ্টানে ডাকাটাকে তার নীতির সাথে আপোষ মনে করতেন - তাদের দিয়ে তার শেষকৃত্য করানোর মাধ্যমে কি তার মৃত দেহটাকে অপমান করা হলো না? আর একজন মুক্তমনা আর এক কাঠি সরেস। তিনি দাবী করছেন হুমায়ুন আজাদকে শহীদ বলা হোক। একটা বিষয় বোধগম্য নয় - আপনারা নিজেদের নাস্তিক বলে দাবী করেন আর মৃত্যু পর মৌলবী ভাড়া করে জানাজা পড়াবেন আর শহীদ বলে দাবী করবেন - এটা কি আপনাদের তথাকথিত মুক্তমনা কনসেপ্টকে অন্তঃসার শুন্য প্রমান করে করে না? যেখানে আপনার দিনরাত একটা ধর্মকে মিথ্যার আর কুসংস্কার বলে প্রমান করার জন্যে কাজ করছেন - আবার মৃত ডঃ আজাদকে সে ধর্মের পুরহিত দিয়ে শেষ যাত্রার ব্যবস্থা করা কি আপনাদের চিন্তার দৈন্যতাকে প্রকাশ করলেন না?

(৪)

ডঃ হুমায়ুন আজাদের উপর আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন একজন জামাল হাসান। জনাব হাসান দেখুন আমি যে ভাবে সকল মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে সামাজিক সংগ্রামের কথা বলেছি তার যথার্থতা আপনি কি চমৎকার ভাবে প্রমান করলেন। বনু কুরাইজার ঘটনাটা ঘটেছে ১৪০০ বৎসর আগে আর আপনি সে কারনে মুসলমানদের পছন্দ করেন না - আর এর মধ্যে ঘটে যাওয়া ২টা বিশ্ব যুদ্ধ, কোরিয়ান যুদ্ধ, পানি পথের যুদ্ধ, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, অধুনা আফগান যুদ্ধ আর বর্তমানের ইরাক যুদ্ধ ছাড়াও ২য় বিশ্ব যুদ্ধের ইহুদী নিধন, রুয়ান্ডার গনহত্যা, বসরিয়া এথেনিক ক্লিনজিং নোক কিছুই আপনারকে একটুও চিন্তিত করতে পারেনি! তাহলে আপনি ছাড়া কে হবে মৌলবাদীর প্রকৃত চিত্র যিনি তার মনের মধ্যে গেথেঁ রেখেছেন ১৪০০ বঃসর আগের জীবন্ত চিত্র? - কি বলেন? আমাদের এ আন্দোলন আপনাদের আতীত থেকে নিয়ে এসে বর্তমান দেখানোর আন্দোলন - বর্তমানে পৃথিবীটাকে পুজিঁর মালিকরা যে কৃত্রিম দুভাগে ভাগ করে একবার সন্ত্রাস - একবার মৌলবাদ নামে আখ্যায়িত করে যুদ্ধের ব্যবসাটাকে রমরমা করার প্রয়াশ পাচ্ছে সেটা দেখানোর জন্যেই আমাদের এ আন্দোলন। আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি পৃথিবীতে এখন প্রতি বৎসর ৯০০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয় সামরিক খাতে আর প্রতি ১২ জন মানুষের জন্যে একটা অবৈধ ক্ষুদ্রাস্ত্রের হিসাব জাতিসংঘ দিয়েছে গত বৎসর। এ ব্যবসার মুনাফা পরিধি সম্পর্কে নিশ্চয় আপনাদের সন্দেহ নেই। এর জন্যে দরকার যত বেশী সম্ভব মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করা। সেটা হোক রাম মন্দির বা বনু করাইজা বা জেরুজালেম ।

(৫)

গত উইক এন্ডে টরন্টোতে ২১/৮ এর জন্যে শোক সভা হয়ে গেল। একটা নয় - দু'টা। অর্ধ কিলোমিটারের ব্যবধানে এ দু'টো সভার আয়োজক ছিল যথাক্রমে "বাংলাদেশ স্যোসাল ফোরাম" যারা দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশের ঘটনাবলী নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে । বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে ডঃ মাহবুব বাদল আর আনোয়ার হোসেন মুকুলের নেতৃত্বে এ সংগঠন দীর্ঘদিন যাবৎ টরন্টোতে তাদের ভূমিকার জন্যে একটা সন্মাজনক ভূমিকায় আসীন। সেখানে আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। আমি গিয়েছিলাম মুলত একজন ধর্মীয় গবেষক ও আতেঁল আসার সংবাদে। কিন্তু তিনি এলেন না - কারন বোধ হয় সেখানে কবিতা আবৃত্তির কোন পর্ব ছিল না। অন্য সভার আয়োজক এ স্থানীয় সাপ্তাহিক এর সম্পাদক। পরে দেখলাম আসলে ছড়াকার লুৎফর রহমার রিটন - যিনি বর্তমানে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রাথী হয়ে কানাডার মন্ট্রিয়লে বসবাস করছেন আর একজন কবি যারা আওয়ামীলীগ শাসনামলে কিছু বিশেষ সুবিধা ভোগ করেছেন তাদের অতিউৎসাহ এ সভার পিছনে কাজ করেছে।

গনতন্ত্র – এক কুহকের ডাক (জনাব কুদ্দুস খান সমীপে)

"অন্ধ হলেই প্রলয় বন্ধ থাকে কি?" লেখাটা পোষ্ট করার জন্যে ধন্যবাদ জনাব কুদ্দুস খান। এটা আপনার মহানুভবতা। তবে লেখাটা যৌক্তিক কারনেই আপনার ওয়েব পেজে পাঠিয়ে ছিলাম। কারন সৈ. হাবিবুর রহমানের একটা লেখা – যা ভিন্নমতে প্রকাশিত হয় তার সমালোচনা বা প্রতিউত্তর ছিল লেখাটি। যা হোক সে লেখার রেফান্স দিয়ে যখন আপনি "মুসলিম সাংস্কৃতি ও আধুনিকতা -কুদ্দুস খান' লেখাটা শুরু করলেন তখন ভাবলাম কমপক্ষে হয়তো একজনকে আমার কথাগুলো বুঝাতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু হায়, বৃথাই সাধনা ধিমান..। আপনাদের ভাঙা রেকর্ডের বাইরে বোধ হয় আপনাদের আর আসা হলো না। আপনাদের ভান্ডারে মজুদ বিষয় বস্তু সমূহ – যেমন ইসলাম ও রাজাবাদশা, ইসলাম ও কুকুর, ইসলাম ও কুসংস্কার ইত্যাদির বাইরে কি আপনারা কিছুই দেখতে পান না ?

যা হোক, আপনার লেখায় একটা ভুল ধরে দিই প্রথমেই। আমার লেখাটা ১০০% ই সমালোচনায় ভরা ছিল – ৯৫% ভাগ নয়। লেখাটার শিরোনাম যদি পুরোটা পোষ্ট করতেন তবে সেটা সবার কাছে পরিষ্কার হতো। পুরো লেখাটাই ছিল সৈ. হাবিবুর রহমানের উদ্দেশ্যে।

আপনাকে অভিনন্দন– কারন আপনি মুসলাম প্রধান দেশগুলোর দুরাবস্থার প্রকৃত কারনগুলো প্রায় ধরে ফেলেছেন। কিছু উদাহরন দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে কেন পৃথিবীর এক বিরাট অংশ জুড়ে পশ্চিমা মডেলে গনতন্ত্র কাজ করছে না ‚ যা আপনার আর আমার মনোভাবের ভীষন মিল লক্ষ্য করা যায়। ঃ

১) বাংলাদেশসহ কয়েকটি মুসলিম দেশে গণতন্ত্র আছে বলে দাবী করা হলেও মুসলিম দেশ গুলিতে মুলত গণতন্ত্রের কথা বলে সামরিক শাসক অথবা রাজাদের , নির্বাচনের মাধ্যমে বৈধ করার প্রবনতাই লক্ষ্য করা যায়।

চকৎকার বিশ্লেষন।গনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এমন একটা বস্তু নয় যে কোন ঘোষনা দিয়ে বা যুদ্ধ করে বা বিদেশ থেকে রপ্তানী করে চালু করা যাবে। এটা দীর্ঘ দিনের চর্চার ফলে একটা বিশেষ অবস্থায় আসে যা প্রত্যেকটা নাগরিকের অধিকারের বিষয়ে কথা বলে। কালে কালে যুগে যুগে এ চর্চা বাধাগ্রস্থ হয়েছে পৃথিবীর দরিদ্র পীড়িত দেশে। তারপরও মানুষ গনতন্ত্রের সংগ্রাম আর প্রচেষ্টা অব্যহত রেখেছে দেশে দেশে। সর্বশেষ পুঁজিবাদ গনতন্ত্র বড় শত্রু হিসাবে দেখা দিয়েছে।আমি একটা লেখায় "অপারেশন কনডোর" বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছিলাম। সেখানে কিভাবে পুঁজির আগ্রাসী শক্তি কমিউনিজমের বিরোধ্বে সংগ্রামের নামে পৃথিবীর সত্তরটা দেশে সামরিক শাসন দিয়ে মানুষের অর্থনৈতিক আর সামাজিক বিকাশকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। এটা হয়েছিল আফগানেও। সেখানকার মার্কিন সমর্থক তালেবানরা আজ বাংলাদেশের জন্যেও একটা বিরাট হুমকী। এ বিষয়ে নিশ্চয় ইসলামের বা কোন ধর্মের কোন অবদান ছিল না। বাংলাদেশের কথা ধরুন, সেখানে ধারাবাহিক ভাবে এসেছে মুঘল – বৃটিশ – পাকিস্থান – সাম্রাজ্য বাদী পুঁজির আগ্রাসান। তারপরও বাংলার মানুষ দমেনি – সংগ্রাম আর প্রচেষ্টা চালিয়েছে গনতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্টায়। এত ধর্ম কোন বাঁধা সৃষ্টি করেছে কিনা বা ধর্মের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে কি না আমার জানা নেই। শুধু মাত্র মুসলমান সংখ্যা গরিষ্টতার কথা বলে যে কোন দেশের গনতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন কি একটা অগভীর চিন্তার ফসল নয়?

২) কেননা মুসলিদেশের শাসকগন নিজ নিজ দেশে নাগরিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়।

এটাও কিন্তু আগের আলোচনার একটু অগ্রসর চিন্তা। আপনি নিশ্চয় আমড়া কাঠ দিয়ে যেমন ঢেকি আশা করবেন না বা কাঠালেও আমসত্ব খেতে চাইবেন না। তেমনি সামরিক শাসক অথবা রাজাদের কাছ থেকে নাগরিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা আশা করবেন না। এখানেও সে প্রশ্ন কোন ধর্ম কিভাবে এখানে ভূমিকা রাখতে পারে।? সোজাসুজি তাকালে দেখতে পাবেন এর পিছনে অর্থনৈতিক কারন আর বহির্বিশ্বের ভূমিকা কদ্দুর। উট পাখির মতো বালিতে মুখ গুজে রেখে যদি পৃথিবীটা দেখতে চান তবে এ ধরনের চিন্তা অস্বাভাবিক নয়। সামরিক শাসক বা রাজারা ইসলামের মুখপাত্রতো নয়ই – তারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মার্কিন পুঁজির পোষ্য।

৩)তাছাড়া সরকার পরিচালনার প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলের কোন ভুমিকা নেই। বিরোধী দল সকারের সমালোচনা করা থেকে দুরে থাকতে বাধ্য, কেননা বিরোধী দল বা সরকার বিরোধী নাগরিকদের সরকার বিরোধী ক্ষোভ প্রকাশ করার কোন আইনি প্রতিষ্ঠান নেই, নেই কোন স্বাধীন সংবাদপত্র বা মিডিয়ার স্থান।

যে সব দেশের কথা আপনি বলছেন সেখানে বিরোধীদল আর সরকার একই সুত্রে বাধা। দেখুন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ বা বিএনপি যেই ক্ষমতায় আসুক- তারা এক। সবাই জানে তাদের কি করতে হবে, কাকে খুশী রাখতে হবে। ওয়াশিংটনের কোন লবিষ্ট ফার্মকে ধরলে জনাবদের কাছাকাছি যাওয়া যাবে। সুতরাং এখানে বিরোধী দল বলতে কি আদতে কিছু আছে বিশ্বের সে অঞ্চলে?

৪) মুসলিমদেশের নাগরিকদের একমাত্র মিলন কেন্দ্র হচ্ছে মসজিদ, আর মসজিদের নেতৃত্বে রয়েছে অর্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মোল্লাগন। এই মোল্লাদের নেতৃত্ব মুসলিম উগ্রপন্থিরা একত্রিত হয়েই সরকার বিরোধী আন্দোলন অকার্যকর করবে অথবা সরকার বিরোধী আন্দোলন কে দুর্বল করবে , সেটাই স্বাভাবিক।

দেখুন সমস্যাটা আপনি কেমন পরিষ্কার ধরে ফেলেছে। যদি মোল্লারা শিক্ষিত হয় তবে এ সমস্যা থাকে না বলে আপনার লেখা থেকে বুঝা যায়। তাহলে ইসলাম নয় - বিষয়টা শিক্ষার।

আপনাকে একটা প্রশ্ন এ সকল বিষয়ের সাথে ইসলামের ভুমিকা কোথায়? এ গনতন্ত্রের মডেলটা কি? কে এর পিছনে কাজ করে? একই বাক্যগুলি কি আফ্রিকান দেশ সুদান, বুরুন্ডি, রুয়ান্ডা বা গুয়াতেমালার মতো আরো ৭০ টা দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না যারা অনুন্নত দেশ হিসাবে পরিচিত? অবশ্যই। দেখুন নেপালে রাজতন্ত্র আর প্যারাগুয়েতে গনতন্ত্র - মানুষের এবস্থা কি এক নয়?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে মুসলিম দেশ বলতে আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন? এটা কি মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ট দেশ না মুসলামান শাসকদের দ্বারা শাসিত দেশ? যদি মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ট দেশ মুসলিম দেশ হয় তবে সৌদী আরব আর বাংলাদেশ কি একই শ্রেনীভুক্ত হবে? আমার মনে হয় রাষ্ট্র বিজ্ঞান আর ইতিহাস সম্পর্কে সামান্যতম ধারনা আছে তারা এ দু'টা দেশকে এক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষন করবেন না? কারন সৌদী আরব আমেরিকান পুজির স্বার্থধারী এক দল শাসক কতৃক শাসিত আর বাংলাদেশের মানুষ বহু চড়াই উৎরাই পেড়িয়ে গনতন্ত্র নামক এক বিভিষিকা মধ্যে আছে -যার স্পন্সরও পুজিবাদীরা। এখানে কি প্রকৃত অর্থে ইসলাম নামক ধর্মের কোন ভুমিকা আছে?

বাংলাদেশের মানুষ যখন ১৯৬৭ সালে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন করে - সেটা ছিল গনতন্ত্রের জন্যে আন্দোলন আর ১৯৯০ সালে এরশাদ বিরোধী গন আন্দোলনও ছিল গনতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম। দু'সময়েই বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষরা মুসলমান ছিল। যদি ইসলামের সাথে গনতন্ত্রের কোন বিরোধ থাকতো তবে মানুষ নিশ্চয় সে আন্দোলনের সাথে থাকতো না। আর সৌদী আরবের এ অগনতান্ত্রিক সরকারের উৎসটা কি? আমেরিকান অর্থনীতির ৭% কাদের বিনিয়োগ? আমেরিকায় তেলের দাম বাড়লে সৌদী আরব তেলের উৎপাদন বাড়ায় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর যদি না জানেন তবে মাইকেল মুরের ফারেনহাইট ৯/১১ দেখে নিতে পারেন। সুতরাং মুসলমানদের বা ইসলামের সাথে গনতন্ত্রের বিরোধের যে হাইপোথিসি নিয়ে আপনি দীর্ঘ দিন কাজ করছেন সেটা আসলে এক দল স্বার্থান্বেশী মানুষের শিখানো বুলি। সেটা দেখবেন সিএনএন বা গার্ডিয়ানে। আর আপনি সে বুলি আউড়ে যাবেন তোতা পাখির মতো। যেমন ৮০ দশক পর্যন্ত একদল কুদ্দুস খান কমিউনিজমের বিরুদ্ধের একই ভাবে কোরাস করেছে - গনতন্ত্র নাইরে... মানবাধিকার নাইরে...। আর ঠিক একই ভাবে ভিয়েতনামকে নরক বানাতে গিয়েছিল গনতন্ত্রের "সোল এজেন্ট" রা। আজ ইরাকে দেখতে পাচ্ছি তাদের আর আপনি কোরাস করছেন গনতন্ত্র নাইরে ...। এটাও খুব বেশী দিন চলবে না - সুতরাং অপেক্ষা করুন নতুন "ইমাজিনারী শত্রুর" বিরুদ্ধে কোরাসের জন্যে।

আর একটা বিষয় না বলে পারছি না। সেটা হচ্ছে আপনার উপস্থাপিত হোসনী মোবারক প্রসংগে। আপনি বলছেন - " তাতে একঢিলে দুই পাখি শিকার করা হয়। একদিকে নিজ দেশের নাগরিকদের বোঝানো হয় যে তাদের অর্থনৈতিক অবনতির জন্য আমেরিকা বা ইসরাইল দায়ী, অন্যদিকে আমেরিকান প্রশাসনকে বোঝানো যে, হুসনে মোবারকের মত মহান নেতা না থাকলে মিশরে উগ্রবাদী ইসলামী

দলই ক্ষমতায় আসবে, আর সেটা আমেরিকা বা আধুনিক বিশ্বের জন্য মোটেও সুখকর নয়। আর এ ভাবেই মুসলিমদেশের নাগরিকগন ক্রমাগত আমেরিকা বিরোধী তথা আধুনিক বিশ্ব বিরোধী হয়ে উঠে।" কথাটা একটু উল্টা করে চিন্তা করি - দেখুন কেমন শুনা যায় "মুসলিম দেশের শাসকগন ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে কৌশলে আমেরিকার সাথে আতাঁত করে এবং ইসরায়েলকে সমর্থন দেয়। অন্যদিকে দুনীতি আর সন্ত্রাসের মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে যা পক্ষান্তরে আমেরিকা বা উন্নত বিশ্বের ব্যাংগুলোতে জমা হয় বা স্টক মার্কেট চাঙা করে। কিন্তু সবাইকে বোকা বানানো যায় না বলে কিছু কিছু মানুষ সত্য কথা বলে আর আমেরিকান পুঁজিবাদের মুখোশ উন্মোচন করে - ফলে সে দেশের নাগরিকগন ক্রমে আমেরিকা আর ইসরায়েলের রিরোধী অবস্থানে চলে যায়"। গনতন্ত্র এখানে বুলি মাত্র - মুল হচ্ছে পুঁজির লাভ। যেমন আরেকটা মুসলিম প্রধান দেশ পাকিস্থানের কথা ধরুন। সেখানে একজন সামরিক সরকার বসে আছে আর সেখানে এফবিআইএর ২য় সদর দফতর। সেখানকার সাধারন মানুষের পক্ষে গনতন্ত্রের কথা বলা মানে সরকার বিরোধীতা মানে তালেবান বা আলকায়দা হিস্বে চিহ্নিত হওয়া আর পরিনতি নির্যাতন। আর বাংলাদেশের সরকার থেকে শুরু করে বিরোধী দলের নেতা পাতি নেতারা যেখানে আমেরিকান দুতাবাসের একটা স্নেহধন্য হবার জন্যে উন্মুখ সেখানে তাদের পক্ষে কৌশলে আমেরিকা বিরোধী প্রচার চালানো চিন্তা করা একটা দিবাস্বপ্ন মাত্র। একটু লক্ষ্য করলে দেখবে জামাতে ইসলামী যখন ২০০১ সালে ক্ষমতার ভাগ পাওয়ার সম্ভাবনা দেখলো তখন থেকে ইরাক যুদ্ধের বিরোদ্ধে তাদের রুটিন মাফিক পল্টন -মগবাজার মিছিলটা পর্যন্ত করলো না- এমনকি ইরাকের যুদ্ধের আগে বাংলাদেশের মানুষ যখন যুদ্ধ বিরোধী সভা সমাবেশে ব্যস্ত তখন জামাত সতর্কতার সাথে সেটা এড়িয়ে গেল - পাছে আমেরিকা রেগে যায়। কযেকদিন আগেও আপনি হা হুতাশ করেছেন কেন বাংলাদেশ ইসরায়েলকে সমর্থন দিয়ে আমেরিকার সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করছে না? সে সময় কিন্তু আপনার লেখায় বাংলাদেশের সাধারন মানুষের সংখ্যাগরিষ্টের মতামতের কথা চিন্তা করার কোন ঈঙ্গিত পাওয়া যায় নি। দেখুন - আপনিও গনতন্ত্রের কথা ভুলে যান সামান্য ব্যবসার আশায় আর সৌদী সরকার বা মিসরের সরকার প্রধানরা কেন গনতন্ত্রের জন্যে সময় নিয়ে ভাববে?

আপনারা আবার নতুন করে আপনাদের হাইপো থিসিস নিয়ে ভাবুন। কারন মুসলমান আর ইসলাম নিয়ে বোধ হয় বাজার আর বেশী দিন গরম থাকবে না। আপনাদের হাইপোথিসিসটা কত ভুল সেটা একটা উদাহরন দিলে পরিষ্কার হবে। সৈ. হাবিবুর রহমান (নাম নিয়ে লিখার জন্যে অপরাধ হলে ক্ষমা প্রার্থী) লিখলেন -" অসুলমানরা যুদ্ধ করে ইহজগতিক স্বার্থে আর মুসলমানরা জিহাদ করে পরলৌকিক স্বার্থে"। । এ ধরনের কল্পনাবিলাসী শব্দের খেলা (লক্ষ্য করুন "যুদ্ধ" আর "জিহাদ" শব্দ দুটো, বিরাট চিন্তার ব্যবস্থা আছে এখানে মুক্তমনাদের জন্যে) বাস্তবে মানুষকে স্পর্শ করে না বলেই বাংলাদেশের সাধারন মানুষকে দেখি আপনাদের একটু ভিন্ন চোখে দেখতে। দেখুন হাবিব সাহেবের কথাটা যদি সত্য হয় তবে প্রশ্ন আসে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধটা জিহাদ ছিল না কি যুদ্ধ ছিল? মুসলমানরা যারা যুদ্ধ করেছিল তারা কি পরকালের জন্যে যুদ্ধ করে ছিল অথবা যারা মুক্তিযুদ্ধ করে ছিল তারা মুসলমান ছিল না? এখন জিহাদ নিয়ে একটা বহাস হতে পারে কি বলেন? এটাই হচ্ছে আপনাদের চিন্তার অপরিচ্ছন্নতা। ১৪০০ বৎসর আগের কিছু ঘটনার সাথে বর্তমানকে মিলানোর যে প্রানান্তক প্রচেস্টা তার ফল হচ্ছে এ দৃষ্টির অসচ্ছতা। পরিষ্কার করে ভাবুন। আরবের মুসলমান আর বাংলাদেশের মুসলমানার ভিন্ন । একটা জাতি হিসাবে চিহ্নিত হতে হলে আরবীয় মুসলমানদের আর বাংলাদেশের মুসলমাদের যে সমস্ত মিল থাকা দরকার তার চেয়ে অমিলই বেশী। সুতরাং মুসলমান সংস্কৃতি বা জাতিসত্ত্বর যে জুজু আপনরার ভয় পাচ্ছেন তা আসলে প্রচার মাধ্যমের প্রপাগান্ডা। আর গনতন্ত্র - সেতো সোনার পাথর বাটি। সে বিষয়ে পরে বিস্তারিত লিখার ইচ্ছা থাকলো।

সবাই ভাল থাকুন।

আ. স. ম. জিয়াউদ্দিন
টরন্টো
আগস্ট ৩১, ২০০৪